ইসলামের খলিফা উমর ইবন আল-খাত্তাব একদিন দেখা করলেন তাঁর প্রিয়তম মানুষের হত্যাকারীর সাথে—যিনি ছিলেন তাঁর ভাই জায়েদ ইবন আল-খাত্তাব। তাদের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সংলাপ হয়েছিল, কিন্তু সেটি সীরাত ও ইতিহাসের সবচেয়ে মহান সংলাপগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত।

তাহলে তাদের মধ্যে কী ঘটেছিল?

*"মুমিনদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর সাথে করা তাদের অঙ্গীকারে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"*

এই মহান ব্যক্তিদের একজন ছিলেন সম্মানিত সাহাবি এবং মুসলিমদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা উমর ইবন আল-খাত্তাবের ভাই—জায়েদ ইবন আল-খাত্তাব।

তিনি ১২ হিজরিতে ইয়ামামার যুদ্ধ-এ শহীদ হন, যখন মুসলমানরা আল্লাহর দ্বীন রক্ষার জন্য এবং মুসাইলিমা আল-কাযযাব-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হয়েছিল।

জায়েদ উমরের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি উমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর আগেই শহীদ হন। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে উমর অনুসরণ করতেন এবং অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ইসলামের আগে থেকেই তিনি উমরের ওপর প্রভাব ফেলেছিলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি কোনো যুদ্ধ বাদ দেননি; নবী ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধ ও গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নবীজির ইন্তেকালের পরও জিহাদ থেকে বিরত থাকেননি।

ইয়ামামার যুদ্ধে, যা ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন যুদ্ধ, জায়েদ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:

*"আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাদের পরাজিত না করা পর্যন্ত আমি কথা বলবো না, অথবা আমি আল্লাহর কাছে গিয়ে আমার যুক্তি পেশ করবো।"*

যুদ্ধ শুরু হলে জায়েদ মুসলমানদের পতাকা বহন করছিলেন। হঠাৎ মুসলিমদের সারিতে একটি ফাঁক তৈরি হয় এবং বিদ্রোহী বাহিনী প্রাধান্য পেয়ে যায়।

তখন জায়েদ বলছিলেন:

*"হে আল্লাহ! আমি আমার সঙ্গীদের পলায়ন থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাই, এবং মুসাইলিমা যা এনেছে তা থেকে আমি আপনার কাছে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।"*

তিনি পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে থাকেন। একসময় বিদ্রোহীদের একজন, যার নাম ছিল আবু মারইয়াম আস-সালুলি, তাকে আক্রমণ করে এবং জায়েদ শহীদ হন।

এই খবর উমর ইবন আল-খাত্তাবের কাছে পৌঁছালে তিনি গভীরভাবে শোকাহত হন। তিনি দিন-রাত কেঁদেছেন তাঁর প্রিয় ভাইয়ের জন্য। মানুষ লক্ষ্য করেছিল তার শরীরে পরিবর্তন—তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং চেহারায় পাকা চুল দেখা দেয় এই শোকে। তিনি দীর্ঘদিন এভাবে কষ্ট পেয়েছেন এবং সেজদায় তার ভাইকে স্মরণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন তাকে স্বপ্নে দেখতে পান।

তিনি বলতেন:

*"আল্লাহ আমার ভাইয়ের প্রতি রহম করুন। সে আমার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আমার আগেই শহীদ হয়েছে।"*

আরও বলতেন গভীর আকুলতায়:

*"হায়! যদি যৌবনের বাতাস বইতো, তবে তা জায়েদের সুবাস নিয়ে আসতো।"*

এইভাবে তার অন্তর ভেঙে যাচ্ছিল প্রিয় ভাইয়ের বিচ্ছেদে।

একদিন তিনি কবি মুতাম্মিম ইবন নুয়াইরা-এর সাথে দেখা করেন। তিনি বললেন:

*"আল্লাহ জায়েদ ইবন আল-খাত্তাবের প্রতি রহম করুন। যদি আমি কবিতা বলতে পারতাম, তবে তোমার মতো করে আমি আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদতাম।"*

মুতাম্মিম উত্তর দিলেন:

*"যদি আমার ভাই তোমার ভাইয়ের মতো মৃত্যুবরণ করতো, তবে আমি তার জন্য শোক করতাম না।"*

অর্থাৎ, যদি তার ভাই জায়েদের মতো শাহাদাত লাভ করতো, তবে তিনি দুঃখিত হতেন না। তখন উমর বললেন:

*"কেউ আমাকে তোমার মতো সুন্দরভাবে সান্ত্বনা দিতে পারেনি।"*

এই কথাগুলো উমরের হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয়।

বছর পেরিয়ে যায়, কিন্তু জায়েদের স্মৃতি উমরের হৃদয়ে জীবন্ত থাকে। পরে উমর মুসলমানদের খলিফা হন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একসময় তিনি নিজে মানুষের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করছিলেন।

এই সময় তিনি জনতার মাঝে একজনকে দেখলেন, যাকে দেখে তার পুরোনো ক্ষত আবার জেগে ওঠে—সে ছিল তার ভাইয়ের হত্যাকারী।

তিনি তাকিয়ে থাকলেন আবু মারইয়াম আস-সালুলি-এর দিকে। তার হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল, কিন্তু তিনি এগিয়ে গেলেন তার সামনে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

*"তুমি কি জায়েদের হত্যাকারী?"*

সে বলল: *"হ্যাঁ, আমি।"*

তখন উমর বললেন: *"আমার সামনে থেকে সরে যাও। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালোবাসবো না, যতক্ষণ না রক্তমাখা মাটি ভালোবাসা পায়।"*

আবু মারইয়াম বলল: *"তাহলে কি এতে আমার অধিকার বন্ধ হবে?"*

উমর বললেন: *"না, তোমার অধিকার থেকে কিছুই কমানো হবে না।"*

তখন সে হেসে বলল: *"তাহলে আপনার ভালোবাসা আমার কী কাজে লাগবে? ভালোবাসা তো শুধু নারীদের জন্য, আর এর জন্য কান্নাও কেবল নারীরাই করে।"*

এই কথায় উমর নীরব হয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি তার প্রাপ্য সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিলেন।

তার হাতে সুযোগ ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার, কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং ন্যায়বিচার বজায় রেখেছিলেন—এটাই ছিল তার মহানতা।

এই ঘটনার পর আবু মারইয়াম শাম বা ইয়ামামায় চলে যায়, যাতে আর কখনো উমরের সাথে দেখা না হয়। উমরের মৃত্যুর পর সে আবার মদিনায় ফিরে আসে এবং সেখানে বসবাস শুরু করে।

আপনি যদি পুরোটা পড়ে থাকেন, তবে শেষ করুন নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করে।